দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ১লা কার্তিক, ১৩৯৩ : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৬

# এইচএসসি পরীক্ষার ফল

দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। পরীক্ষার ফল গতানুগতিক। পাঁচ দশ বছর ধরে এই রকম পরীক্ষার ফল দেখে দেখেই আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি, চার বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৬.৪২। এই সঙ্গে প্রায় আধাআধি ফেলের হার। অনেকের জন্যে পাসের খবর আছে আর অনেকের জন্যে আছে ফেলের খবর। যারা পাস করেছে তারা এরপর কি পড়বে কি করবে সে সম্পর্কে আলোচনা আছে, খবর আছে। যারা ফেল করেছে তাদের কোন খবর নেই। তাদের খবর রাখার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না কিন্তু চার বোর্ডের লক্ষাধিক ছাত্র যে ফেল করল তারা কেন ফেল করল তা কি সত্যিই উপেক্ষা করার মত বিষয়? এত অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অসফলতা কি শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে না? যারা ফেল করেছে, সত্যি কি তাদের মধ্যে পাস করার কোন গুণ নেই?

গড়পড়তা পাসের হার ৫৬.৪২ হলেও চারটি বোর্ডের মধ্যে সব বোর্ডের পাস-ফেলের হার কিন্তু সমান নয়। ঢাকা বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৫৪ দশমিক ৪২, কুমিল্লা বোর্ডে ৬১ দশমিক ৬৯, যশোর বোর্ডের ৫৬ দশমিক ৩৬ এবং রাজশাহী বোর্ডের ৬২ দশমিক ২৭। দেখা যাচ্ছে পাসের হার সবচে বেশি রাজশাহী বোর্ডে, তারপর কুমিল্লা। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে কম। এই রেজাল্টের ভিত্তিতে আমরা কি ধরে নেব বিভিন্ন বোর্ডে ছাত্রছাত্রীদের মেধায়ও বিভিন্নতা আছে? প্রায় একই সিলেবাস পরীক্ষা হচ্ছে একই মেয়াদের কোর্স। তা সত্ত্বেও এই ভিন্নতা কেন? কোন কোন বোর্ডে মেধাবী পাস করার উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছে, আবার কোথাও মেধাহীনদের সংখ্যাধিক্য? কিন্তু এরকম হওয়া কি সত্যিই বাস্তবসম্মত? তাহলে একই পরীক্ষার ফলাফলে এই বিভিন্নতা কেন? আমাদের ধারণা, তারতম্য ঘটেছে অন্যত্র। আমরা মনে করি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক এক বোর্ডে হয়ত এক এক নীতি অনুসৃত হচ্ছে। যার ফলে কোন বোর্ডে পাসের হার পঞ্চাশও পেরোতে পারে না, আর কোন কোন বোর্ডে পাসের হার সত্তর ছুঁই ছুঁই করে। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির আশু মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে সমতা আনার ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

দেশের চারটি বোর্ডে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরি করা, খাতা দেখা ও নম্বর দেবার পদ্ধতিতে একই রকম স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা হয় না এরকম মনে করার কারণ আছে। কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। একই দেশের—বিশেষ করে আমাদের দেশের মত ছোট একটি দেশের ততোধিক ছোট ও সীমিত শিক্ষাঙ্গনে এই বিভিন্নতা বিশৃংখলারই উৎস। এর প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে তো অবশ্যই পরবর্তীকালে কর্মজীবনেও ছাপ রাখে। তাই সমমান বজায় রাখার উদ্যোগ নেয়া উচিত।

এদিকে পরীক্ষায় পাসই তো শেষ কথা নয়। তারপর আছে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রশ্ন। যারা পাস করে বেরিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস করেছে সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। এদের সবার জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাই প্রায় নেই বললে চলে। দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের কী হবে? দেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর কর্মসংস্থানের জন্যও প্রয়োজন ভিন্নতর ব্যবস্থা। তা না হলে এরা কি করবে? এদের ভবিষ্যৎ কি? সে প্রেক্ষিতেই আমরা মনে করি, এই সংকট সমাধানের জন্য ব্যাপক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তাহলে এইসব ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধির সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানমূলক এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরী।